প্রথম আলো

24 DEC 2012

রাজশাহীতে অবৈধ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছড়াছড়ি

আবুল কালাম মুহম্মদ আজাদ, রাজশাহী ●

আইন অনুযায়ী বাংলাদেশের কোথাও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো শাখা থাকবে না। কিন্তু শিক্ষানগর রাজশাহীতে এ ধরনের অবৈধ শাখায় হাজার হাজার শিক্ষার্থী ভর্তি হচ্ছেন। শহরেই রয়েছে দারুল ইহসান নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছয়টি শাখা। শতাধিক শাখা নিয়ে পরিচালিত ওই বিশ্ববিদ্যালয়টির সনদ বাতিল করতে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন সুপারিশ করলেও শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর বাস্তবায়ন করতে পারেনি।

জানা যায়, স্থানীয় সংবাদপত্রগুলোতে ছাত্র ভর্তির জন্য বিজ্ঞাপন দিচ্ছে অবৈধ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী এ ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া ও ছাপা নিষিদ্ধ। এদিকে বিজ্ঞাপনে দারুল ইহসানসহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখাগুলো নিজেদের বৈধ বলে দাবি করছে।

তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলছেন, কোনো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা বৈধ নয়। এর আগে বিজ্ঞাপন দিয়ে এবং জেলা প্রশাসনকে চিঠি দিয়ে মন্ত্রণালয় এ কথা জানিয়েছে। কর্মকর্তারা বলছেন, এর পরও কেউ টাকা খরচ করে অবৈধ শাখায় ভর্তি হলে তার দায়দায়িত্ব ওই শিক্ষার্থী বা তাঁদের অভিভাবকদের।

তবে এ ধরনের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া একাধিক শিক্ষার্থী *প্রথম আলোকে* বলেন, শিক্ষানগর হলেও সেখানে একটিমাত্র বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। কমপক্ষে ১৫টি আবেদনপত্র জমা পড়লেও সরকার প্রথম দফায় রাজনৈতিক বিবেচনায় একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দিয়েছে। ওই বিশ্ববিদ্যালয় এখনো শিক্ষা-অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে পারেনি। দ্বিতীয়বার ১০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দেওয়া হলেও রাজশাহীতে একটিও অনুমোদন পায়নি।

রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান ও টিআইবির উপদেষ্টা নূরুল আলম বলেন, রাজশাহীতে একটিমাত্র বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দেওয়ার ফলে ওই বিশ্ববিদ্যালয়টি চরম বাণিজ্যিক হওয়ার সুযোগ পাবে। তিনি আরও বলেন, ইউজিসি রাজশাহীতে আরও চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করেছিল। সেগুলোর সঙ্গে শিক্ষকসহ শিক্ষানুরাগীরা জড়িত আছেন, স্থায়ী ক্যাম্পাস তৈরি করে অপেক্ষায় থাকার মতো উদ্যোক্তাও রয়েছেন। কিন্তু এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অনুমোদন না দেওয়ার কারণে শুধু রাজশাহী নয়, পুরো উত্তরাঞ্চলই বঞ্চিত হয়েছে।

সরেজমিনে দেখা যায়, প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি নগরের সাগরপাড়া এলাকায় রাজশাহী ক্যাম্পাস ও ভদ্রা এলাকায় সিটি

দারুল ইহসানের ছয়টি শাখা

তালাইমারী ক্যাম্পাস

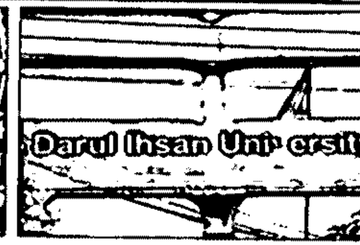

রাজপাড়া ক্যাম্পাস

রাজশাহী ক্যাম্পাস

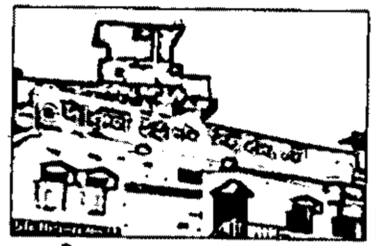
রাজশাহী ক্যাম্পাস-২

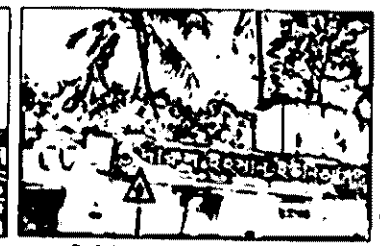
রাজশাহী সিটি ক্যাম্পাস

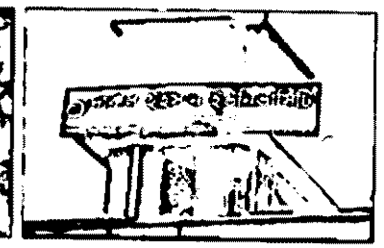
শালবাগান ক্যাম্পাস

ক্যাম্পাস নামে আরেকটি ক্যাম্পাস খুলেছে। ড. জাহাঙ্গীর নামে এক ব্যক্তি নিজেকে এই দুটি ক্যাম্পাসের পরিচালক হিসেবে পরিচয় দেন। শাখা ক্যাম্পাস অবৈধ হলেও কীভাবে চালাচ্ছেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, তাঁর ক্যাম্পাস বৈধ।

দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি নগরের ভদ্রা স্মৃতি অম্লানের দক্ষিণে দেবীসিংপাড়া-ইসলামপুর এলাকায়। এটির পরিচালক এমএ আরিফ। স্থানীয় কাগজে এই শাখার আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন ছাপা হচ্ছে। এতে দাবি করা হচ্ছে, ইউজিসি অনুমোদিত প্রথম বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। তারা রাজশাহী সিটি করপোরেশন থেকে নিবন্ধন নিয়েছে। নম্বর ১৭৩। ক্যাম্পাসে গিয়ে দেখা যায়, এর ফটকের সামনে লেখা রয়েছে বিশেষ ছাড়ে ভর্তি চলছে। একই সঙ্গে বলা হয়েছে, 'রাজশাহীর নিউমার্কেট, শালবাগান, তালাইমারী ও সিটি বাইপাসে দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের নামধারী কোনো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আমরা জড়িত নই।'

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অপর একটি শাখা নগরের তালাইমারীতে অবস্থিত। তারা নিজেদের রাজশাহী সিটি/আঞ্চলিক ক্যাম্পাস বলে পরিচয় দিচ্ছে। এর পরিচালক মোহাম্মদ আবু ইউসুফ সেলিম। তারাও বিজ্ঞাপনে ইউজিসি অনুমোদিত দেশের প্রথম বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বলে পরিচয় দিচ্ছে। তারা ফল-২০১২ সেশনে ৪০ শতাংশ ছাড়ে ভর্তির বিজ্ঞাপন দিচ্ছে। তাদের চটকদার বিজ্ঞাপনে আরও লেখা রয়েছে 'ভর্তি হয় ক্লাস হয় না' এমন প্রতারণার সম্মুখীন হওয়ার আগেই সতর্কতার সঙ্গে ভর্তির সিদ্ধান্ত নিন। তারা বলছে, 'আবুল হোসেনের অধীন উত্তরা ক্যাম্পাসটি বৈধ মর্মে আদালত আদেশ দিয়েছেন।' এদিকে নগরের দেবীসিংপাড়ার শাখার পরিচালক আবার এই বক্তব্যকে প্রতারণামূলক ও আদালত অবমাননার শামিল বলে স্থানীয় পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন।

নগরের শালবাগান শাখায় গিয়ে পরিচালক সুমন আলীকে পাওয়া যায়। তিনি বলেন, তাঁরা বিএনএস উত্তরা ঢাকার শাখা। তাঁরা ভর্তির জন্য খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেবেন। শাখা ক্যাম্পাস অবৈধ হলেও কীভাবে ভর্তি চালাচ্ছেন জানতে চাইলে তিনিও বৈধ বলে দাবি করেন।

তালাইমারীতে আরও একটি শাখা ক্যাম্পাস রয়েছে। এটির পরিচালক আহাম্মেদ ইমতিয়াজ।

নগরের সিটি বাইপাস কাশিয়াডাঙ্গা (রায়পাড়া আমবাগান) এলাকায় রয়েছে দারুল ইহসানের অপর এক শাখা। পত্রিকায় তারাও তাদের বিজ্ঞাপনে লিখেছে দেশের প্রথম বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। তারা বিশেষ ছাড়ে ভর্তির বিজ্ঞাপন দিয়েছে। এই শাখা গিয়ে তার পরিচালক তোফাজ্জল হোসেনকে পাওয়া যায়নি। কর্মচারী আতাউর রহমান বলেন, দারুল ইহসানের তাদের প্রধান কার্যালয়টিই বৈধ।

একইভাবে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিচ্ছে দারুল ইহসানের রাজশাহী নিউমার্কেট শাখা ক্যাম্পাস। তারা ২০ শতাংশ ছাড়ে ভর্তির বিজ্ঞাপন দিচ্ছে। তাদের পরিচালক সোহরাব উদ্দিন আহাম্মেদ। ক্যাম্পাসের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা রনি রাজ বলেন, তাঁদের পরিচালক ঢাকায় রয়েছেন। তিনি তাঁর ক্যাম্পাসকে বৈধ বলে দাবি করেন।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে শিক্ষাসচিব কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী সম্প্রতি *প্রথম আলোকে* বলেন, বিচার বিভাগীয় কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে আইন মন্ত্রণালয়ের মতামত চাওয়া হয়েছিল। মন্ত্রণালয় চলমান মামলাগুলো নিষ্পত্তি করে বিশ্ববিদ্যালয়টির সনদ বাতিলে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিতে বলেছে। এ ছাড়া রাজশাহীতে প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজির রয়েছে দুটি শাখা। নর্দার্ন ইউনিভার্সিটি, ইউআইটিএস, এশিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি করে শাখা রয়েছে। এগুলোর মধ্যে নর্দার্ন ইউনিভার্সিটি এখনো বিজ্ঞাপন দিয়ে ছাত্র ভর্তি করছে, তাদের দাবি আদালতের স্থগিত আদেশ নিয়ে ছাত্র ভর্তি করা হচ্ছে। তবে অন্য শাখাগুলো আপাতত ভর্তি বন্ধ রেখেছে।

নূরুল আলম বলেন, একদিকে রাজশাহীকে শিক্ষানগর বলা হচ্ছে, অপরদিকে শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্যের সৃষ্টি করা হচ্ছে। যার ফলে রাজশাহীতে অবৈধ ক্যাম্পাসে পড়াশোনার নামে সনদ বেচাকেনা চলছে। পর্যাপ্ত বৈধ বিশ্ববিদ্যালয় থাকলে শিক্ষার নামে এ ব্যবসা বন্ধ হতো।